নিরাপত্তা দিতে মাইক্রোসফট ফ্রি টুল সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল

লুৎফুন্নেছা রহমান

ভাইরাস স্পাইওয়্যার এবং নৈতিক দিক থেকে নোংরা ও অপ্রীতিকর অন্যান্য ইলেকট্রনিক আবর্জনা ম্যালওয়্যার হিসেবে পরিচিত। এগুলো ওয়েবে সমস্যা সৃষ্টি করে। এ কারণে যেসব কমপিউটার ওয়েবে যুক্ত থেকে কাজ করে, সেগুলো যথাযথভাবে নিরাপদ কি না তা নিশ্চিত করতে হয়। সম্প্রতি মাইক্রোসফট তার ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে এক ফ্রি সিকিউরিটি সফটওয়্যার, যা সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল হিসেবে পরিচিত। মাইক্রোসফটের সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল নামের টুলটি পিসিকে রক্ষা করতে পারে অনলাইন হুমকি থেকে।

পিসি ব্যবহারকারীদেরকে তাদের ডাটার সুরক্ষার জন্য ইনস্টল করতে হয় বাড়তি অ্যাপ্লিকেশন। কেননা, উইন্ডোজের সাথে সমন্বিত অবস্থায় রয়েছে ইন্টারনেট সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট খুব কম টুল। মাইক্রোসফটের ইউটিলিটি এসেন্সিয়াল উইন্ডোজকে রক্ষা করে সব ধরনের ম্যালওয়্যার থেকে। মাইক্রোসফটের এই টুল ফ্রি ডাউনলোড করে কাজ করা যাবে এবং এই টুল নিয়মিতভাবে আপডেট হয়। সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুল কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং কিভাবে এ টুল ব্যবহার করে অনলাইনে নিরাপদ থাকা যায় তা নিচে দেখানো হয়েছে।

একটি ওয়েবব্রাউজার চালু করে অ্যাড্রেসবারে www.snipca.com/x315 টাইপ করে এন্টার চাপুন। এটি একটি সরাসরি লিঙ্ক, যা তৈরি করা হয়েছে মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল এরিয়ায়।

ফাইল ডাউনলোড ডায়ালগ বক্স আবির্ভূত হওয়ার পর সেভে ক্লিক করে পিসির কোন লোকেশনে স্টোর হবে, তা নির্দিষ্ট করে দিন। এক্ষেত্রে উইন্ডোজ ডেস্কটপ হলে ভালো হয়। এই ফাইলের সাইজ মাত্র ৮ মে.বা. যা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনে ডাউনলোড হতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় নেবে না। ফাইল ডাউনলোড হওয়ার পর ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু করার জন্য mssefullinstall-x86fre-en-xp.exe-এ ডাবল ক্লিক করুন ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু করার জন্য।

যদি ওপেন ফাইল সিকিউরিটি ওয়ার্নিং ডায়ালগ বক্স আবির্ভূত হয়, তাহলে রানে ক্লিক করতে হবে। নেক্সটে ক্লিক করার মাধ্যমে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল উইজার্ডের ইনস্টলেশনের কাজ সম্পন্ন করুন। মাইক্রোসফটের লাইসেন্স অ্যাগ্রিমেন্টে 'Iaccept'-এ করুন। এবার ভ্যালিডেট বাটনে ক্লিক করলে পিসিতে ইনস্টল করা উইন্ডোজ কপি আসল কি না তা ভেরিফাই করবে। এতে কয়েক সেকেন্ড সময় নেবে এবং সবকিছু ঠিক থাকলে একটি মেসেজ আসবে। তারপর ইনস্টলে ক্লিক করতে হবে।

ইনস্টলেশন শেষে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুল প্রদর্শন করবে এক ডায়ালগ বক্স। চেক বক্সকে ঠিক অবস্থায় রাখলে প্রোগ্রাম পিসিকে প্রথমে যেমন স্ক্যান করবে, তেমনি ডাউনলোড করবে আপডেট ইস্যু। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর উচিত এ কাজটি সম্পন্ন করা। এ কাজ শেষে ফিনিশ বাটনে ক্লিক করুন।

এ পর্যায়ে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল প্রথমবারের মতো রান করতে শুরু করবে। এ টুল

স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইক্রোসফটের ইস্যু করা নতুন ভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার তথ্য অর্থাৎ ভাইরাস ডেফিনেশন ফাইল চেক করবে। যদি কোনো কিছু খুঁজে পায়, তাহলে আপডেট ট্যাবে এটি আবির্ভূত হবে। এগুলো ডাউনলোড করার জন্য আপডেটে ক্লিক করুন। এমন অবস্থায় হোম ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুলে সমন্বিত করা হয়েছে রিয়েল টাইম প্রটেকশনসহ ভাইরাস এবং স্পাইওয়্যার স্ক্যানার উভয়ই। এর অর্থ হচ্ছে এ টুল কমপিউটারের বিদ্যমান ফাইল, ফোল্ডার এবং ডকুমেন্ট ম্যালওয়্যারের জন্য স্ক্যান করতে সক্ষম যখন অপ্রত্যাশিতভাবে অনলাইনে নতুন হুমকির মুখোমুখি হয়। রিয়েল টাইম প্রটেকশন কাজ করে ব্যাকগ্রাউন্ডে, চেক করে প্রতিটি অনলাইন লিঙ্কের ক্লিক এবং ডাউনলোড ফাইল। তবে পিসির বিদ্যমান কনটেন্ট তখন স্ক্যান করে যখন ডিমান্ড করা হয়। বা শিডিউল সেট করা থাকে। হোম ট্যাবে নিশ্চিত করুন কুইক রেডিও বাটন যেন হাইলাইট করা থাকে এবং তারপর স্ক্যাননাউ বাটনে ক্লিক করুন।

এবার পিসির হার্ডডিস্কের সমস্যার জন্য সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুলের স্ক্যানিংয়ের টেস্ট করা যাক। লক্ষণীয়, কুইক স্ক্যান অপশন পিসিতে আঁচড় করতে পারে যেখানে ম্যালওয়্যার আইটেম ওত পেতে থাকতে পারে এমন জায়গায়।

এই প্রসেস সম্পন্ন হতে কয়েক মিনিট সময় নিতে পারে। যথাযথ স্ক্যানের জন্য এই প্রক্রিয়া আবার পুনরাবৃত্তি করা উচিত, তবে সিলেক্ট করতে হবে ফুল রেডিও বাটন। এর ফলে আক্ষরিকভাবে হার্ডডিস্কের সব ফাইলই স্ক্যান করবে। সেই সাথে প্রত্যেক রানিং অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাস চেক করবে। এ কাজটি শেষ হতে অনেক সময় নিলেও কাজটি করা উচিত। এ কাজ ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করে।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল সন্দেহজনক স্বতন্ত্র ফাইল স্ক্যান করবে কি না, তার জন্য প্রম্পট করবে। এ কাজটি করার জন্য উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে ফাইল লোকেট করতে হবে। এবার এতে ডান ক্লিক করে পপআপ মেনু থেকে Scan with Microsoft Security Essentials সিলেক্ট করুন।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল যখন কোনো সমস্যা শনাক্ত করে তখন অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা, প্রোগ্রাম মাঝেমধ্যে লাল বর্ণের ফ্ল্যাগ দিয়ে সতর্কমূলক বার্তা পাঠায়। এটি টেস্ট তথা পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি ফাইল ডাউনলোড করুন, যেখানে পরিচিত ভাইরাস রয়েছে। সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল টুল সেই ভাইরাস শনাক্ত করে একটি লাল বর্ণের সতর্ক বার্তা দেখাবে। যদি আপনি সমস্যা দূর করতে চান, তাহলে ক্লিন কমপিউটার বাটনে ক্লিক করুন। আর যদি এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে চান তাহলে শো ডিটেইলস লিঙ্কে ক্লিক করুন।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল শনাক্ত করা হুমকির বিস্তারিত তথ্য দেয়াসহ তার সমাধানের পথ রিকোম্যান্ড করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিকোম্যান্ডেড অপশন হলো 'রিমুভ', তবে মাঝেমধ্যে 'কোয়ারান্টাইন' করার পরামর্শ দেয়। এই অফারটি তখনই আসে যখন সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল হুমকি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারে। শো ডিটেইলস বাটনে ক্লিক করলে অধিকতর তথ্য পাওয়া যায়। ফাইল কোয়ারান্টাইন করলে নিশ্চিত থাকতে পারবেন যে এই কনটেন্ট ক্ষতি করতে পারবে না। যদি আপনি নিশ্চিত থাকেন ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাহলে রিকোমেন্ডেশন ড্রপডাউন মেনু থেকে Allow অপশন বেছে নিন, যাতে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল হুমকিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। অন্যথায় রিকোমেন্ডেশনকে মেনে নিয়ে 'Apply Action'-এ ক্লিক করুন।

হিস্টোরি ট্যাবে ক্লিক করলে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল প্রদর্শন করবে সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন যদি ডিভেকটেড আইটেম লিস্টে ক্লিক করেন। অডিট ট্রায়ালকে ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট হিস্টোরি বাটনে ক্লিক করতে হবে।

সিকিউরিটি এসেন্সিয়ালকে কাস্টোমাইজ করা যায়। এজন্য সেটিংস ট্যাবে ক্লিক করে প্রতিটি আইটেমে ক্লিক করলে জানতে পারবেন কি অফার করছে। উদাহরণস্বরূপ Use the Schedule Scan অপশন বেছে নিতে পারেন কখন এবং কিভাবে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল স্ক্যান করবে পিসির বিদ্যমান ফাইল এবং ফোল্ডার। একইভাবে Real time protection-এর অন্তর্গত অপশন টোয়েক করে সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল লাইভ ম্যালওয়্যার চেকারের মতো।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com